বর্জ্য বাছাইকারীদের
আন্তর্জাতিক
জোট

Constitution

বর্জ্য সংগ্রহকারীদের আন্তর্জাতিক জোট

বর্জ্য বাছাইকারীদের
আন্তর্জাতিক
জোট

সংবিধানের এই হালনাগাদ সংস্করণে 17 অক্টোবর, 2022-এ বর্জ্য সংগ্রহকারীদের আন্তর্জাতিক জোট -এর গ্লোবাল অ্যাডভাইজরি কমিটির সংবিধান গ্রহণের অধিবেশনে অনুমোদিত সংশোধনীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। The English version is available online at https://globalrec.org/constitution

প্রস্তাবনা	**3**
০. নাম	**4**
১. মিশন	**4**
২. লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	**4**
৩. পরিধি	**6**
৪. সদস্যপদ	**6**
৫.সদস্যপদের সমাপ্তি	**7**
৬. সদস্যপদ ফি	**8**
৭.কেন্দ্রীয় সমন্বয় কাঠামো	**8**
৭.১ কংগ্রেস	8
৭.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ	9
৭.৩ দপ্তর পরিচালনাকারীগন	10
৭.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং পদাধিকারীদের নির্বাচন	12
৭.৫ অফিস থেকে পদাধিকারীদের অপসারণ	12
৭.৬ অফিসে অস্থায়ী পদাধিকারীগন	13
৭.৭ সচিবালয়	13
৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা	**13**
৯. অধিভুক্তদের দায়িত্ব	**15**
৯.১ জোট এবং অধিভুক্তদের মধ্যে সম্পর্ক	15
৯.২ অধিভুক্তদের দায়িত্ব	15
১০. সংবিধানের ব্যাখ্যা	**15**
১১. সংশোধনী	**16**
১২. কর্মকর্তা/নেতাদের ক্ষতিপূরণ	**16**
১৩ বিলুপ্তি	**16**
১৪. সংযোজিত প্রবিধানসমূহ	**17**

প্রস্তাবনা

আমরা, বর্জ্য সংগ্রহকারী, পুনর্ব্যবহারকারী, ক্যানার, ডাম্পস্টার ডাইভার, স্ক্র্যাপার এবং পুনরুদ্ধারকারী, বিশাল মহাদেশের বিভিন্ন অংশে সংগঠিত হয়ে, নিম্নোল্লিখিত সংবিধানের উপর ভিত্তি করে আমাদের সংলাপ প্রক্রিয়াকে এবং যৌথ শক্তিকে সংহত করি।

আমরা এমন একটি সিস্টেমের ফসল যা পুঞ্জিভূত করে, কেন্দ্রীভূত করে, বাদ দেয়, ধ্বংস করে এবং বাতিল করে। বছরের পর বছর ধরে এমন একটি পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমাদের নিজস্ব একটি কাজের ধরন তৈরি করেছি যা সমস্ত ধরণের জীবনকে বিপন্ন করার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবেশের প্রতি অত্যধিক আগ্রাসন দেখায়। একত্রিত হয়ে আমরা সংলাপ আয়োজন এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে অধিকারের জন্য লড়াই করেছি, যেমন ন্যায্য মজুরী এবং আমাদের কাজের মর্যাদার স্বীকৃতি এবং পরিবেশগত অবদানসমূহ যা এতোদিন অস্বীকার করা হয়েছে।

আমাদের সভাসমূহ এবং রেজল্যুশনগুলোর মাধ্যমে আমাদের প্রতিষ্ঠার সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে নীতিমালার একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা আমরা শ্রমিকদের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ব্যবহার করি, যাদেরকে পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ায় সচারচর বাদ দেওয়া হয়: নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে প্রকৃত গণতন্ত্র; অংশগ্রহণমূলক এবং নেতৃত্বদানকারী ইউনিয়ন সংগঠন; কর্মীবৃন্দ যাদের আমরা প্রতিনিধিত্ব করি তাদের দ্বারা সমষ্টিগত সাংগঠনিক পদ্ধতিগুলিকে বৈধতা প্রদান করা; সমতা এবং ন্যায়বিচারের চালিকাশক্তি হিসাবে সততা এবং স্বচ্ছতা; আমাদের উদ্দেশ্যগুলির হালনাগাদের জন্য এবং উন্নতির জন্য ভারসাম্য এবং আত্মসমালোচনার প্রক্রিয়া; সবার সাধারণ ঠিকানা হিসেবে পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী যত্ন নেওয়া; যাদের কম আছে তাদের জন্য সেবার একটি মাধ্যম হিসাবে ক্ষমতার অনুশীলন; বিলাসিতা, অপচয় এবং মুনাফার অমানবিক উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে সরলতা এবং ন্যায়পরায়ণতার পক্ষে ওকালতি করা।

নিম্নলিখিত সংবিধানে আমরা পুনঃনিশ্চিত করি, আদেশ করি এবং প্রতিষ্ঠা করি, আমাদের আন্তর্জাতিক জোটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ, আমাদের বাণিজ্যের সুযোগ এবং অন্তর্গত পার্থক্যসমূহ, আমাদের ওকালতির উপকরণসমুহের সুযোগ, আমাদের সাংগঠনিক নীতি এবং অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা, আমাদের কেন্দ্রীয় সমন্বয় কাঠামো, আমাদের পদাধিকারদের দায়িত্ব এবং সহযোগীদের অধিকার ও কর্তব্য ।

কর্মীদের কাজের মূল্য দিতে, তাদের জন্য একটি উন্নত জীবিকা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন দিতে এবং সবার সাধারণ বাসস্থান-পৃথিবীর যত্ন ও নিরাময় করতে আমরা সহনশীলতা, সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার সংকল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের সংগঠনকে সংহত করি এই আন্তর্জাতিক বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জোটে।

০. নাম

"বর্জ্য সংগ্রহকারীদের আন্তর্জাতিক জোট"।

১. মিশন

বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামো এবং মুখপত্র গঠন করা হবে। এই জোট বিশ্বের পুনর্ব্যবহারকারী কর্মীদের কাজের এবং জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করে এমন জনকল্যানকর নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে তাদের কাজ এবং স্বীকৃতি রক্ষা করবে ।

২. লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

জোটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপঃ

২.১ বর্জ্য সংগ্রহকারীদের নেটওয়ার্ক প্রসারিত ও শক্তিশালী করা এবং পূর্ণ অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের মর্যাদা উন্নীত করা।

২.২ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে সহযোগীদের সাহায্য করা।

২.৩ সংস্থার সমস্ত স্তরের বর্জ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী করতে এমন কৌশলগুলির উপর কাজ করা এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহ-অংশগ্রহণ প্রচার করার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাতে সরকারের সকল পর্যায়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের দাবি শোনে, গ্রহণ করে এবং সাড়া দেয় ।

২.৪ বিশ্বজুড়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের নিজ সংগঠনে এবং নিজস্ব প্রতিশ্রুতিতে সদস্যপদ ভিত্তিক সংস্থা গঠনের জন্য সহায়তা করা যা তাদের সম্মিলিতভাবে অধিকার এবং সুবিধাগুলি রক্ষা করতে সক্ষম করে।

২.৫ বিশ্বের বিভিন্ন অংশের বর্জ্য সংগ্রহকারীদের এবং অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্যমান শ্রেণীগত পার্থক্যের স্বীকৃতির জন্য দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে প্রান্তিক বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জীবনযাত্রা এবং কর্মাবস্থার উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

২.৬ সদস্য সংস্থাগুলির গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিতে সমর্থন, সহযোগিতা এবং পরামর্শ দেওয়া।

২.৭ পরিবেশগত অবদানের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয় এমন ন্যায্য মজুরি সহ বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বীকৃতির জন্য প্রতিনিধিত্ব করা এবং সমর্থন করা। এটি করা হবে বৈষয়িক মূল্য নির্ধারণ, ভ্যালু চেইনে বৃদ্ধির অধিকার এবং বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জন্য ন্যূনতম শর্ত হিসাবে প্রতিটি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

২.৮ বর্জ্য সংগ্রহকারীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূলধারায় নিয়ে আসা এবং তাদের জীবন-জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন বিষয়ক আলোচনায় তারা যেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা, যেমন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শূন্য বর্জ্য,

বর্ধিত উৎপাদনকারীর দায়ভার, নগর পরিকল্পনা এবং পরিবেশগত আইন।

২.৯ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্রবেশাধিকার উন্নীত করে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থায় তাদের একীভূত করার মাধ্যমে জীবিকা সংরক্ষণের পক্ষে ওকালতি করা; এমন কৌশলগুলিতে কাজ

করা যেগুলো নিশ্চিত করে যে সরকারের সমস্ত স্তর বর্জ্য সংগ্রহকারীদের দাবি শুনবে; সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহ-অংশগ্রহণের প্রচারণা।

২.১০ পুনর্ব্যবহার, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের অবদান সম্পর্কে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি করা এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীদের এই অবদানের জন্য সরকার-সমর্থিত পুনর্ব্যবহারযোগ্য ফি প্রদান করা।

২.১১ সকল বর্জ্য সংগ্রহকারীর জন্য স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা, তারা যেন বিষাক্ত বর্জ্য এবং অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ থেকে মুক্ত থাকে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উপকরণসমূহের পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরা থেকে নিরাপদ থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রোগ্রামগুলি প্রণয়ন এবং সমর্থন করা এবং জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা তহবিলে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

২.১২ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, লিঙ্গ এবং বয়সের ভিত্তিতে বিভক্ত বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সংখ্যা এবং পরিস্থিতির উপর একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করা, যা বর্জ্য সংগ্রহকারীদের বৈশ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন সূচকের বিপরীতে অনুসন্ধান করতে সাহায্য করবে।

২.১৩ বর্জ্য সংগ্রহকারীদের অধিকার সুরক্ষা এবং প্রচারণার জন্য সংগঠিত হবার কার্যকর কৌশল সম্পর্কে তথ্য নথিভুক্ত এবং প্রচার করা।

২.১৪ যারা ইতিমধ্যে যুব কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেনি তাদের নিজস্ব সংস্থায় এই ধরনের যুব কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে এবং এই কাঠামোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে উত্সাহিত করা।

২.১৫ পুলিশ এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বাহিনী এবং অন্যান্য কুশীলবদের দ্বারা বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্রতি বৈষম্য, হয়রানি এবং অসম্মানের বিরোধিতা করা।

২.১৬ বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সন্তানদের শিক্ষার সুবিধার্থে সহযোগী, সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করা এবং শিশু শ্রমের অবসান নিশ্চিত করতে শিশুযত্ন কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার উন্নত করা।

২.১৭ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সব ধরনের বর্জ্য পোড়ানোর অস্থিতিশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের বিরোধিতা করা।

২.১৮ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সেক্টরে অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন দূর করার জন্য কাজ করা যা বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জীবিকাকে প্রভাবিত করে।

২.১৯ সকল বর্জ্য সংগ্রহকারীর জন্য পেশাগত পরিচয়, সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের পক্ষে সমর্থন করা।

২.২০ পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফেডারেশন এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা।

২.২১ এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা যারা বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সাথে এবং সমর্থনে কাজ করে এবং যা জোটের লক্ষ্য ও সংবিধানকে সমর্থন করে।

২.২২ এই সংবিধানে বিশদভাবে উল্লেখিত মূল উদ্দেশ্যসমূহসহ বিভিন্ন উপায়ে (যেমন তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে) অর্জিত সম্পদের প্রাপ্তি এবং বিতরণ সম্মতিমূলক এবং সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, বিতরণ এবং তত্ত্বাবধান করা।

৩. পরিধি

এই আন্তর্জাতিক জোটকে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে বোঝানো হয়ে থাকে। এই জোটের পরিধির মধ্যে আছে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী বর্জ্য সংগ্রহকারী যারা সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বর্জ্য সংগ্রহকারীদের উপশাখাসমূহের প্রতিরক্ষায় কাজ করে, এবং এখানে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা পরিবেশগত প্রচার, প্রশাসনিক সহায়তা এবং তাদের সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে।

৩.১ আন্তর্জাতিক জোটে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবেঃ

ক) যে সকল ব্যক্তি নিজস্ব হিসাবের কর্মী হয়ে একটি অনানুষ্ঠানিক বা আধা-আনুষ্ঠানিক সক্ষমতায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য (কাগজ, প্লাস্টিক, ধাতব বস্তু, কাঁচ ইত্যাদি) জিনিসসমূহ সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, বাছাই এবং বিক্রয়ের সাথে জড়িত।

খ) ভ্রাম্যমাণ বর্জ্য সংগ্রহকারী, অনানুষ্ঠানিক বা আধা-আনুষ্ঠানিক বাছাই/পুনরুদ্ধার/পুনর্ব্যবহার খাতের মধ্যে পরিবহন বা বাছাইয়ে নিয়োজিত অনানুষ্ঠানিক/আধা-আনুষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রহকারী বা উপরের যে কোনো একটি, যারা পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে একত্রিত এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য বাছাই ও বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছে।

গ) প্রাক্তন পুনর্ব্যবহারকারী যারা তাদের পুনর্ব্যবহারকারী সংস্থাগুলিতে পরিবেশগত প্রচার, পরিচর্যা, স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচী, লিঙ্গবিষয়ক কর্মসূচী ইত্যাদিতে নতুন ভূমিকা পালন করে।

৩.২ সংস্থার ধরনঃ

স্থানীয়, জাতীয় বা আঞ্চলিক সংস্থা যারা নিম্নলিখিত প্রতিটি শর্ত মেনে চলে তারা জোটের সদস্য হতে পারে:

ক) গণতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিমূলক হতে হবে।

খ) সদস্যপদ ভিত্তিক হতে হবে যা অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রহকারীদের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত, উদাহরণস্বরূপ সমবায়, ট্রেড ইউনিয়ন, অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি।

গ) অবশ্যই অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।

ঘ) অবশ্যই তাদের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং কলঙ্কমুক্ত করার লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঙ) UDHR, 1948-এ অন্তর্ভুক্ত মানবাধিকারের মৌলিক নীতিগুলি মেনে চলতে হবে।

চ) গণতান্ত্রিক এবং আইনি নীতির উপর ভিত্তি করে একটি লিখিত সংবিধান থাকতে হবে এবং তাদের সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত নিয়মিত আর্থিক প্রতিবেদন থাকতে হবে।

৪. সদস্যপদ

৪.১ যেকোনো যোগ্য প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় বিবরণ এবং নথিসহ লিখিত আবেদনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারে। (সংযুক্ত প্রবিধান দেখুন)

৪.২ আবেদনকারীর যোগ্যতা সম্পর্কে দেশ/অঞ্চলে বিদ্যমান সদস্যদের প্রতিক্রিয়া বা যাচাইয়ের ভিত্তিতে সদস্যপদ নিশ্চিত করা হবে।

৪.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ এই সংবিধানে সদস্যপদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেবে।

৪.৪ উপরে উল্লিখিত পরিধির ধারা-৩ এর সাথে সঙ্গতি রেখে আবেদনকারী সংস্থাসমূহের সত্যতা যাচাই করার জন্য একটি কাঠামো এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা হবে।

৪.৫ একটি সংস্থার ভোটসমূহ সেই সংস্থার অন্তর্গত সক্রিয় এবং ফি প্রদানকারী সদস্যের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিতে নির্ধারিত হবে।

৪.৬ বহুমাত্রিক সংস্থাসমূহ (উপরের ধারা ৩.২(গ) অনুসারে) তাদের বর্জ্য সংগ্রহকারী সদস্যদের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব করবে।

৪.৭ সদস্যপদ নবায়ন বার্ষিক সদস্য ফি প্রদান এবং জোটের অন্যান্য বাধ্যবাধকতা পূরণের উপর নির্ভর করবে।

৫.সদস্যপদের সমাপ্তি

৫.১ যেকোনো সদস্য সংস্থা কার্যনির্বাহী পরিষদকে লিখিতভাবে কমপক্ষে তিন মাসের নোটিশ দিয়ে জোট থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিতে পারে। প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে, পদত্যাগকারী সদস্য সংস্থাকে কোন ফি ফেরত দেওয়া হবে না।

৫.২ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ও নীতিমালা লঙ্ঘনের জন্য, জোটের বা সামগ্রিকভাবে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য বা ধারা ৪ অনুসারে আর যোগ্য না থাকার জন্য একটি সদস্য সংস্থাকে জোট থেকে বরখাস্ত বা বহিষ্কার করা হতে পারে।

৫.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ ৫.২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করে যেকোন সদস্য সংস্থাকে বহিষ্কার বা স্থগিত করতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদ স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করবে এবং সদস্যকে বহিষ্কার বা স্থগিত করার যেকোনো প্রস্তাবে শুনানির অনুমতি দেবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ

৫.২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করে যেকোন সদস্য সংস্থাকে বহিষ্কার বা স্থগিত করতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদ স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করবে এবং সদস্যকে বহিষ্কার বা স্থগিত করার যেকোনো প্রস্তাবে শুনানির অনুমতি দেবে। এই জাতীয় যে কোনও সিদ্ধান্তকে কংগ্রেসের পরবর্তী বৈঠকে অনুমোদন করতে হবে। একটি স্থগিত বা বহিষ্কৃত সদস্য সংস্থা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত জোটের সদস্য হওয়ার জন্য তার বর্তমান যোগ্যতার প্রমাণ স্বরুপ নথিপত্র এবং ব্যাখ্যাসহ পরবর্তী বৈঠকের আগে কংগ্রেসের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে পারে। এই জাতীয় যে কোনও সিদ্ধান্তকে কংগ্রেসের পরবর্তী বৈঠকে অনুমোদন করতে হবে। একটি স্থগিত বা বহিষ্কৃত সদস্য সংস্থা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত জোটের সদস্য হওয়ার জন্য তার বর্তমান যোগ্যতার প্রমাণ স্বরুপ নথিপত্র এবং ব্যাখ্যাসহ পরবর্তী বৈঠকের আগে কংগ্রেসের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে পারে।

৫.৪ একটি স্থগিত বা বহিষ্কৃত সদস্য সংস্থা জোট থেকে কোনো ফি বা বকেয়া ফেরত পাবে না বা জোটের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য কোনো সুবিধা, অধিকার বা বিশেষাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে গন্য হবে না।

৬. সদস্যপদ ফি

৬.১ অধিভুক্তি ফি এবং বার্ষিক সদস্যপদ ফি কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে, এই সেক্টরের অনানুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রেখেই অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং এজন্য প্রয়োজন সংগঠিত হওয়া এবং লড়াই করা যেখানে অর্থনৈতিক ফিই সবকিছু নয়।

৬.২ প্রতিটি ক্যালেন্ডার বছরের ৩০ এপ্রিলের আগে ফি প্রদান করতে হবে। ফি প্রদান না করা হলে সদস্যপদ স্থগিত করা হবে এবং ভোটের অধিকার এবং যেকোনো কমিটির সদস্যপদ সহ সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা স্থগিত করা হবে। কোনো সদস্য সংস্থার এক বছরের জন্য ফি প্রদান না করার ক্ষেত্রে, সদস্যপদটি নিষ্ক্রিয় বলে বিবেচিত হবে এবং সদস্য হিসেবে সেই সংস্থার কোনো সুবিধা বা ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না। দুই বছরের জন্য ফি পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে, সদস্যপদ বাতিল করা হবে।

৬.৩ যেকোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এক বা একাধিক সদস্যের জন্য অধিভুক্তি ফি এবং বার্ষিক সদস্যপদ ফি মওকুফ এর ব্যাপারে কার্যনির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। যাইহোক, এই ধরনের ছাড়গুলি কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।

৭.কেন্দ্রীয় সমন্বয় কাঠামো

জোট নিম্নলিখিত কাঠামো দ্বারা শাসিত হবে:

৭.১ কংগ্রেস

৭.১.১ কংগ্রেস জোটের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা।

৭.১.২ কংগ্রেস সমস্ত অনুমোদিত বর্জ্য সংগ্রহকারী সংস্থা এবং কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত।

৭.১.৩ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করবেন একজন সভাপতি (নীচের ধারা ৮.৪ অনুযায়ী নির্বাচিত)

৭.১.৪ কংগ্রেস একটি নির্বাহী পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হবে (নীচের ৮.৪ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত)

৭.১.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতিটি কংগ্রেসের তারিখ, স্থান, আলোচ্যসূচি এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

৭.১.৬ কার্যনির্বাহী পরিষদ অন্তত চার মাস আগে কংগ্রেসের তারিখ এবং স্থানের বিষয়ে সহযোগীদের অবহিত করবে।

৭.১.৭ কংগ্রেস প্রতি পাঁচ বছরে অন্তত একবার বৈঠক করবে।

৭.১.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি বিশেষ কংগ্রেস ডাকতে পারে।

৭.১.৯ একটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিভুক্তদের আবেদনের ভিত্তিতে একটি বিশেষ কংগ্রেস ডাকা হতে পারে।

৭.১.১০ সংস্থাপ্রতি কংগ্রেস প্রতিনিধির সংখ্যা প্রতিটি অধিভুক্ত সংস্থার চাঁদা প্রদানকারী সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্তভাবে করা হয়:

ক) ১-১০০ সদস্যের অধিভুক্ত সংস্থা একটি (১) ভোটিং প্রতিনিধির অধিকারী হবে।

খ) ১০১-১০০০ সদস্যের অধিভুক্ত সংস্থা দুটি (২) ভোটিং প্রতিনিধির অধিকারী হবে।

গ) ১০০১-৫০০০ সদস্যের অধিভুক্ত সংস্থা তিনটি (৩) ভোটিং প্রতিনিধির অধিকারী হবে।

ঘ) ৫০০০ এর অধিক সদস্যের অধিভুক্ত সংস্থা চারটি (৪) ভোটিং প্রতিনিধির অধিকারী হবে।

ঙ) যদি একটি দেশে, জাতীয় সদস্যপদ ভিত্তিক সংস্থা থাকে, তাহলে প্রতিনিধিরা জাতীয় সংস্থার অন্তর্গত হবে। যদি জাতীয় সংস্থা বিদ্যমান না থাকে তবে আন্তর্জাতিক জোটে স্থানীয় সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মানদণ্ড তৈরি করা হবে।

৭.১.১১ কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) মহিলা, অদ্বৈত বা লিংগান্তরিত কর্মী হতে হবে।

৭.১.১২ শুধুমাত্র যে সংস্থাগুলি তাদের চাঁদা প্রদান করেছে তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক অধিকার থাকতে পারে।

৭.১.১৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিবেচনার ভিত্তিতে জোটের কর্মীরাও উপস্থিত থাকতে পারে।

৭.১.১৪ প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পূরণ করেছেন এমন মোট প্রতিনিধিদের পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) + একজন (১) উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হলে কংগ্রেস স্থগিত করা হবে।

৭.১.১৫ আলোচ্যসূচি কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং নিম্নলিখিত রূপরেখা দেবে:

ক) সংবিধান, আইন, প্রবিধান গ্রহণ ও সংশোধন।

খ) সচিবালয় এবং সভাপতির প্রতিবেদন।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ বা অধিভুক্তদের দ্বারা উপস্থাপিত নীতি অনুমোদন এবং রেজুলেশন।

ঘ) আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন ।

এ) নির্বাচন কমিটিসহ যুব, আঞ্চলিক এবং বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ অনুমোদন।

৭.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ

৭.২.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত হবে।

৭.২.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ একজন সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়ে গঠিত হবে।

৭.২.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ একজন সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ দিবে ও তত্ত্বাবধান করবে।

৭.২.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। প্রতিনিধি নিয়োগের মনোনয়ন আসতে হবে প্রতিটি আঞ্চলিক ব্লক থেকে।

৭.২.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ ন্যূনতম পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

৭.২.৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের বর্জ্য সংগ্রহকারী হতে হবে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনে সচিবালয়ের দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত হতে হবে।

৭.২.৭ কার্যনির্বাহী পরিষদ বর্জ্য সংগ্রহকারী সংস্থাগুলির বর্তমান তালিকা এবং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে তাদের সদস্যপদ এবং আকার পরীক্ষা করবে এবং ভারসাম্য প্রদান এবং সর্বোত্তম ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন মাধ্যমে আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারণ করবে।

৭.২.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে দুটি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী পাঁচ বছর।

৭.২.৯ কার্যনির্বাহী সদস্যরা অবসর গ্রহণ করলে বা মধ্য-মেয়াদে অনুপস্থিত থাকলে বিকল্প নিয়োগ করা হবে। যদি কোন বিকল্প না পাওয়া যায়, তাহলে অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করা অধিভুক্তদের ইচ্ছানুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত সদস্য একজন নতুন সদস্য মনোনীত করবেন।

৭.২.১০ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতি তিন মাসে একবার অনলাইনে মিলিত হবে।

৭.২.১১ সাধারণ সম্পাদক পরিষদ সদস্যদের বৈঠকের দুই সপ্তাহ আগে নোটিশ দেবেন।

৭.২.১২ কোরাম হল পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) + একটি (১) ভোট

৭.২.১৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

ক) জোটের কার্যক্রম প্রচার করা

খ) জোটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন।

গ) জোটের সিদ্ধান্ত, কর্ম, পরিকল্পনা এবং নীতির বাস্তবায়ন তরান্বিত এবং পর্যবেক্ষণ করা।

ঘ) সচিবালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

ঙ) উপ-কমিটির কাজ পর্যবেক্ষণ করা।

চ) বাজেট এবং প্রতিবেদন অনুমোদন দেওয়া।

ছ) অধিভুক্তদের কাছ থেকে প্রস্তাব বিবেচনা করা

জ) কংগ্রেস আয়োজন করা।

ঝ) কর্মীদের এবং উপ-কমিটির কাজ বন্টন করা।

ঞ) সদস্য অধিভুক্তির আবেদন অনুমোদন করা এবং কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য অধিভুক্তির স্থগিতাদেশে সম্মত হওয়া।

৭.৩ দপ্তর পরিচালনাকারীগন

৭.৩.১ সভাপতি

কংগ্রেস এক মেয়াদের জন্য সভাপতি নির্বাচন করবে যা শুধুমাত্র একবার নির্বাচনের মাধ্যমে নবায়ন করা যেতে পারে। তিনি যদি কোনো কারণে সভাপতির পদ থেকে অবসর নেন, তাহলে কার্যনির্বাহী পরিষদ সভাপতির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য সহসভাপতিকে মনোনীত করবে। সভাপতি নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করবেন:

ক) কংগ্রেস এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করা।

খ) সভাসমুহে জোটের প্রতিনিধিত্ব করা, অধিভুক্তদের কংগ্রেসে এবং জোটের বাইরের সংস্থাগুলিতে জোটের প্রতিনিধিত্ব করা।

গ) কংগ্রেস এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা।

৭.৩.২ সহ - সভাপতি

কংগ্রেস এক মেয়াদের জন্য সহসভাপতি নির্বাচন করবে যা শুধুমাত্র একবার নির্বাচনের মাধ্যমে নবায়ন করা যেতে পারে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে, অথবা তার দ্বারা অর্পিত হয়ে সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৭.৩.৩ কোষাধ্যক্ষ

কংগ্রেস এক মেয়াদের জন্য কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করবে যা শুধুমাত্র একবার নির্বাচনের মাধ্যমে নবায়ন করা যেতে পারে। কোষাধ্যক্ষ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ক) জোটের আর্থিক বিষয়ে নিয়মিত তত্বাবধান করা।

খ) জোটের হিসাব-নিকাশ সঠিকভাবে রাখা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) হিসাবের বইসমূহ নিরীক্ষিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

ঘ) সমন্বিত বার্ষিক ব্যালেন্স শীট এবং আয় এবং ব্যয়ের বিবরণী প্রস্তুত করা।

ঙ) সদস্যদের কাছে নিরীক্ষিত বার্ষিক ব্যালেন্স শীট এবং আয় ও ব্যয়ের প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং সহজলভ্য করা।

চ) রীতি এবং আচরণবিধি অনুসারে অফিসের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৭.৩.৪ সাধারণ সম্পাদক

সাধারণ সম্পাদক হবেন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন নির্বাহী, যিনি কংগ্রেসের ভোটের মাধ্যমে নয় পরিষদের মধ্যে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত। আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র এবং জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় মৌলিক যোগ্যতা এবং সংশ্লিষ্ট খাতে জ্ঞান এবং কাজের অভিজ্ঞতা, অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রহকারী গ্রুপের সাথে কাজ করা বা প্রতিনিধিত্ব করার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে। তিনি হবেন একজন পূর্ণকালীন, বেতনভোগী কর্মচারী এবং জোটের সকল সংস্থার একজন পদাধিকারী সদস্য। সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দপ্তর পরিচালনাকারীগনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। তিনি নিম্নলিখিত কাজসমুহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত:

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশনা অনুসারে সচিবালয় পরিচালনা এবং এর কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা।

খ) কংগ্রেস এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ ও প্রচার করা।

গ) অধিভুক্তদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করা।

ঘ) আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সমন্বয়কারীদের দ্বারা গঠিত একটি দক্ষ কর্মীদল বজায় রাখা এবং আর্থিক সংস্থানের সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

ঙ) একটি বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে একটি প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন সহ জোটের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে আর্থিক বিবরণী তৈরী এবং লিপিবদ্ধ রাখা।

চ) জোটের সভায়, অধিভুক্তদের কংগ্রেসে এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সভায় জোটের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

৭.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং পদাধিকারীদের নির্বাচন

সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নীচে বর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন:

৭.৪.১ সাধারণ সম্পাদক মনোনয়নের জন্য আহ্বান জানাবেন।

৭.৪.২ মনোনয়ন নির্বাচন কমিটিতে যাবে।

৭.৪.৩ কংগ্রেসে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন হবে।

৭.৪.৪ নির্বাচিত দুই বা ততোধিক পদাধিকারীদের অবশ্যই নারী, অদ্বৈত বা লিংগান্তরিত কর্মী হতে হবে।

৭.৪.৫ একই অঞ্চল থেকে দুইজন পদাধিকারীকে নির্বাচিত করা যাবে না।

৭.৪.৬ সচীব ব্যতীত দপ্তরের পদাধিকারীদের পদসমূহ অঞ্চলগুলোর মধ্যে পর্যায়ক্রমে ঘোরানো হবে।

৭.৪.৭ একজন মনোনীত প্রার্থী উপস্থিত না হয়েও নির্বাচিত হতে পারেন, যদি প্রার্থী লিখিতভাবে পদের জন্য তার প্রার্থীতার মনোনয়ন গ্রহণ করেন।

৭.৪.৮ যদি কোনো প্রার্থীই প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তাহলে বিজয়ী নিশ্চিত করার জন্য বৈধ ভোটের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত শীর্ষ দুই (২) প্রার্থীকে দ্বিতীয় দফা ভোটের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

৭.৪.৯ দপ্তর পদাধিকারীদের বুঝতে হবে যে কংগ্রেস জোটের জন্য সর্বাধিক আলোচ্যসূচী এবং কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করে।

৭.৪.১০ সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষকে প্রদেয় যে কোন সম্মানী কংগ্রেস নির্ধারণ করবে। আদর্শগতভাবে, তাদের বেতন তাদের নিজ নিজ সংগঠন দ্বারা সংস্থান করা উচিত, তাই এই ভূমিকাগুলোর জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া উচিত নয়। তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য খরচসমূহ পরিশোধ করা হবে।

৭.৫ অফিস থেকে পদাধিকারীদের অপসারণ

সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক নিম্নলিখিত যে কোনও পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করবেন:

ক) জোট বা এর কোন সদস্য সংস্থার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ, স্থগিতাদেশ বা বহিষ্কারাদেশের ক্ষেত্রে, অথবা অসদাচরণের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে দাপ্তরিক পদ থেকে স্থগিতাদেশ বা বহিষ্কারাদেশের ক্ষেত্রে।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের পরপর তিনটি (৩) সভা থেকে নির্বাহী পরিষদের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকা।

গ) স্থগিতাদেশ/বহিষ্কারাদেশ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে অপসারণের নোটিশ কমপক্ষে নব্বই (৯০) দিন আগে সমস্ত সদস্য সংস্থাকে জানানো হবে যাতে কার্যনির্বাহী পরিষদের আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা তাদের অঞ্চলের সংস্থাগুলি থেকে মতামত পেতে পারে। বড় ধরনের মতবিরোধের ক্ষেত্রে, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা একটি বিশেষ কংগ্রেসের (কংগ্রেস আহ্বান সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী) আহ্বান করার অধিকার রাখেন। যাইহোক, এটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই কারণ অপসারণ বা স্থগিতাদেশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।

৭.৬ অফিসে অস্থায়ী পদাধিকারীগন

৭.৬.১ দুটি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে একজন দপ্তর পদাধিকারীর পদ শূন্য হলে, কার্যনির্বাহী পরিষদ ব্যালটের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে কর্মদক্ষতা অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে পরবর্তী সাধারণ কংগ্রেস পর্যন্ত।

৭.৬.২ এই ধরনের শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচিত একজন সদস্য তার পূর্বসূরির কার্যকালের মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত পদে থাকবেন।

৭.৬.৩ এই ধরনের সকল নির্বাচন মনোনয়ন প্রস্তাবের মাধ্যমে করা হবে, তারপর ভোট দেওয়া হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যালটের মাধ্যমে সমর্থন করা হবে।

৭.৭ সচিবালয়

সচিবালয় হল জোটের প্রশাসনিক সংস্থা যা নিম্নরূপভাবে শাসিত ও পরিচালিত হবে:

ক) সচিবালয় সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে থাকবে যিনি জোটের প্রতিদিনের কার্যাবলী পরিচালনা করেন, কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং কংগ্রেসের কাছে রিপোর্ট করেন।

খ) এটি পূর্ণকালীন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত যারা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ) এটি কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্দেশনায় কাজ করে।

ঘ) এটি সভাসমূহ, কার্যকলাপ সমন্বয়, সদস্যপদ ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন লেখা এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে।

ঙ) এটি অলাভজনক ভিত্তিতে কাজ করে।

৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৮.১ জোটের আর্থিক ব্যবস্থাপনা যে দেশে জোট নিবন্ধিত এবং/অথবা যেখান থেকে সচিবালয় কাজ করে সেই দেশের আর্থিক ও আইনগত প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৮.২ সংস্থার তহবিল আসবে সদস্যপদ ফি, দাতা সংস্থার দান এবং অনুদান, এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য যাবতীয় অর্থ যা জোটের নীতি, সম্মান এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৮.৩ সংস্থার সমস্ত হিসাবের তহবিল জোটের (তহবিলের পঁচিশ শতাংশ (২৫%) পর্যন্ত) প্রশাসনের সাথে যুক্ত ব্যয় পরিশোধের জন্য প্রয়োগ করা হবে। সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং/বা এই সংবিধানের ৩নং ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলি এবং এই জাতীয় অন্যান্য আইনগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য করনীয়সমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ বা জোটের সদস্য সংস্থাগুলির ব্যালট দ্বারা ভোটের মাধ্যমে নির্ধারন হবে।

৮.৪ জোট একটি অলাভজনক সত্তা হিসাবে কাজ করবে, এই সংবিধানের ৩ নং ধারায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলোর জন্য তার সম্পদসমূহ বরাদ্দ করবে এবং সমস্ত ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত রাজস্বের কোনো লভ্যাংশ তার সদস্য সংস্থাগুলিকে বরাদ্দ করবে না।

৮.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি ব্যাংকে জোটের নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। জোটের হিসাবের স্বাক্ষরকারীরা হবেন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং এই উদ্দেশ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত অপর দুই (২) জন ব্যক্তি যাদের কাছে সচিবালয় থেকে সহজে পৌছানো যাবে। উপরোল্লিখিত যে কোন দুই (২) জন যৌথভাবে প্রতিটি লেনদেনে স্বাক্ষর করবে।

৮.৬ উপরের ৮.৫ ধারায় উল্লিখিত স্বাক্ষরকারীরা প্রতি পাঁচ (৫) বছর অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত হব।

৮.৭ সাধারণ সম্পাদক জোটের আয় ও ব্যয়ের বিবৃতি এবং আর্থিক অবস্থান অর্ধ-বার্ষিকী ভিত্তিতে প্রস্তুত করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদে জমা দেবেন, যারা পরবর্তীতে কংগ্রেসে তা জমা দেবেন।

৮.৮ জোটের সমস্ত হিসাব কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা নিযুক্ত একজন হিসাবরক্ষক এবং নিরীক্ষক হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তি/কোম্পানীর দ্বারা বার্ষিক ভিত্তিতে নিরীক্ষা করা হবে প্রাসঙ্গিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে।

৮.৯ জোটের জন্য সমন্বিত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, ব্যালেন্স শীট এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা নিশ্চিত করা হবে এবং সদস্য সংস্থাগুলোর কাছে উপস্থাপন করা হবে।

৮.১০ উপরোক্ত ৮.৮ এবং ৮.৯ ধারায় বর্ণিত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হবে যে:

ক) তিনি সিকিউরিটিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং জোটের হিসাব ও নথিপত্র পরীক্ষা করেছেন।

খ) তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করেছেন যে হিসাবের সঠিক বইগুলো সংরক্ষিত হয়েছে।

গ) তিনি প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য এবং ব্যাখ্যা পেয়েছেন।

ঘ) তার মতে আয় ও ব্যয়ের বিবৃতি এবং তার দ্বারা নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে তার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে জোটের অবস্থার একটি সত্য ও সঠিক প্রতিফলন দেখা যায় যার ব্যাখ্যা তার কাছে দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে জোটের হিসাবের বইগুলোতে ব্যালেন্স শীটের তারিখে দেখানো হয়েছে।

ঙ) তার মতে, জোটের সংবিধানের আর্থিক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত ধারাগুলো মেনে চলা হয়েছে।

৮.১১ একটি সদস্য সংস্থা যে জোট থেকে পদত্যাগ করবে বা বহিষ্কৃত হবে, তার জোটের তহবিলের উপর কোন দাবি থাকবে না।

৮.১২ জোটের সদস্য বা পদাধিকারীদের জোটের অন্তর্গত তহবিল এবং সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই।

৮.১৩ কোন সদস্য বা দপ্তর পদাধিকারী সংগঠনের জন্য যে কাজ করেছেন তার জন্য অর্থ প্রদান ব্যতীত সংগঠনটি তার সদস্য বা দপ্তর পদাধিকারীদের কোন অর্থ বা সম্পত্তি দিতে পারবে না। এসব ক্ষেত্রে, সম্পাদিত কাজের জন্য অর্থপ্রদান অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে হতে হবে।

৮.১৪ জোটের অর্থবছর সচিবালয়ের অবস্থান অনুযায়ী সে দেশের রীতি অনুসরণ করে নির্ধারিত হবে।

৯. অধিভুক্তদের দায়িত্ব

৯.১ জোট এবং অধিভুক্তদের মধ্যে সম্পর্ক

জোট তার অধিভুক্তদের স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করবে এবং মূল্য দেবে। যাহোক, কংগ্রেস বা কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মতি অনুসারে জোটে তাদের সদস্যপদ সম্পর্কিত জোটের সিদ্ধান্ত ও নীতিগুলো কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা হবে।

৯.২ অধিভুক্তদের দায়িত্ব

জোটভুক্ত একটি সংস্থা নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

৯.২.১ প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সচিবালয়কে তার নির্বাচন এবং পদাধিকারীদের ও সদস্যপদের যে কোন পরিবর্তন এবং তাদের নতুন যোগাযোগের ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবহিত রাখা।

৯.২.২ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য প্রদান করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

৯.২.৩ জোটের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য তার নিউজলেটারে, ওয়েবসাইটে এবং অন্যান্য মিডিয়াতে প্রকাশ করবে এবং এই তথ্যের কপি বা লিঙ্ক সচিবালয়ে পাঠানো।

৯.২.৪ তার বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি সচিবালয়ে পাঠানো।

৯.২.৫ উপরোক্ত ধারা ৬ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে অধিভুক্তি ফি প্রদান করা।

৯.২.৬ কংগ্রেস এবং জোটের অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

৯.২.৭ যৌথ বৈশ্বিক কর্মকান্ডের জন্য সম্পদগুলো যেমন দক্ষতা, উপকরণ এবং অর্থ ভাগাভাগি করে অথবা এগুলোর ক্ষেত্রে অবদান রেখে সংহতির চেতনা এবং অনুশীলনের বিকাশে সহায়তা করা।

১০. সংবিধানের ব্যাখ্যা

১০.১ এই সংবিধানের শর্তাবলী বা এর সাথে সম্পর্কিত যেকোন বিষয়ের ব্যাখ্যার দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত করা হবে। দুটি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে, কংগ্রেসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদকে অস্থায়ী নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হবে।

১০.২ এই সংবিধানের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে অর্থের কোনো পার্থক্যের ক্ষেত্রে, ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।

১১. সংশোধনী

কংগ্রেস পঁচাত্তর শতাংশ (৭৫%) ভোটদানকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই সংবিধানের বিধানগুলো বাতিল, সংশোধন বা যোগ করতে পারে তবে শর্ত থাকে যে কোনও প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য প্রথমেই সব সদস্যকে কমপক্ষে ষাট (৬০) দিনের নোটিশ দেওয়া হবে।

১২. কর্মকর্তা/নেতাদের ক্ষতিপূরণ

জোটের পদাধিকারী, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, প্রতিনিধি এবং কর্মচারীরা এই শর্তে আশ্বস্ত হবেন যে তারা সরল বিশ্বাসের সাথে এমনভাবে কাজ করেছেন যা জোটের স্বার্থকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়, কারণ তাদের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত কার্যক্রম, খরচ এবং ব্যয়ের জন্য জোটের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। জোট বা এর সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালনে করা কোনো বিচ্যুতি, অবহেলা বা অন্য কোনো কাজের কারণে তারা জোট বা এর সদস্যদের কোনো দায়বদ্ধতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হবে না।

১৩ বিলুপ্তি

১৩.১ ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য প্রতিনিধিদের পঁচাত্তর শতাংশ (৭৫%) দ্বারা গৃহিত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে জোট যে কোনও সময় বিলুপ্ত হতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে পোস্টাল এবং ইলেকট্রনিক ব্যালট পরিচালিত হয়েছে এবং কমপক্ষে আশি শতাংশ (৮০%) ভোট দেওয়ার যোগ্য প্রতিনিধিরা ব্যালটে অংশগ্রহণ করেছে।

১৩.২ কংগ্রেসের দ্বারা জোট বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, যেকোনো আর্থিক বাধ্যবাধকতা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। জোটের তহবিল এবং সম্পদ নিষ্পত্তির পদ্ধতি সম্পর্কে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেবে।

১৩.৩ যদি কংগ্রেস বিলুপ্তির প্রস্তাবে জোটের তহবিল এবং সম্পদের নিষ্পত্তির পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে:

ক) সর্বশেষ নিযুক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের উপস্থিত সদস্যরা বিলুপ্তির জন্য একজন অবসায়ক নিয়োগ করবেন। অবসায়ক জোটের সদস্য হবেন না এবং তাঁর এবং উল্লিখিত উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে একটি ফি তাকে প্রদান করা হবে।

খ) এইভাবে নিযুক্ত অবসায়ক জোটের শেষ পদাধিকারীদের এবং সচিবালয়কে হিসাবের বই, জোটের সম্পদ এবং দায়-দেনা সহ যে তারিখ থেকে জোট কাজ চালিয়ে যেতে অক্ষম ছিল বিলুপ্তির তারিখ হিসাব সে তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি সদস্যের দ্বারা প্রদত্ত চাঁদাসহ, তার বারো (১২) মাস আগে থেকে প্রস্তুতকৃত সদস্যদের রেজিস্টার তাকে দেখানোর জন্য আহ্বান জানাবে, এবং সে তারিখকে বিলুপ্তির তারিখ হিসাবে উল্লেখ করা হবে। অবসায়ক জোটের উল্লিখিত দপ্তর পরিচালনাকারীদের ও কর্মচারীদেরকে জোটের সমস্ত অব্যয়িত তহবিল হস্তান্তর করার জন্য এবং তাকে জোটের সম্পদের অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং নথিপত্র সরবরাহ করার জন্য আহ্বান জানাবে।

গ) অবসায়ক জোটের অব্যয়িত তহবিল এবং সম্পদ থেকে আদায়কৃত অর্থ থেকে জোটের ঋণ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঘ) পূর্ববর্তী ধারা অনুসারে সমস্ত ঋণ পরিশোধের পরে যদি কোন অবশিষ্ট তহবিল থাকে তা একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা অন্য কোনও নামী সংস্থার কাছে সমস্ত বা আংশিক সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে, বা ট্রাস্টের কাছে রাখা হবে, যতক্ষণ না একই ধরনের অন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিলুপ্ত সংস্থাটির সমস্ত কিছু বা আংশিক গ্রহন করা হয়, অথবা একই ক্ষেত্র এবং সুযোগসমূহ নিয়ে কাজ করা সমস্ত সংস্থার জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

১৪. সংযোজিত প্রবিধানসমূহ

প্রবিধানসমূহ এবং পদ্ধতিগলোর মধ্যে যেগুলোর খসড়া তৈরি এবং গৃহীত করার প্রয়োজন হবে, তবে এগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- সদস্যপদ আবেদনপত্র।

- সভা পরিচালনার জন্য স্থায়ী আদেশ।

- কংগ্রেস পরিচালনার জন্য স্থায়ী আদেশ।

- আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের জন্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পদ্ধতি।

- আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে নির্বাচন পদ্ধতি।

- উপ-কমিটির জন্য রেফারেন্সের শর্তাবলী।